যুগান্তর

04 MAR 2017
৪ কলাম ২

প্রশ্ন ফাঁসে কোচিং সেন্টার

অনাবশ্যক শুধু নয়, প্রমাণ হল ক্ষতিকরও

সম্প্রতি রাজধানীর একটি কোচিং সেন্টার পরিচালনাকারীসহ প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত আট ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার পর এতদসংক্রান্ত চাঞ্চল্যকর কিছু তথ্য বেরিয়ে এসেছে। জানা গেছে, পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা কোচিং সেন্টারের শিক্ষকরা স্ন্যাপশটের মাধ্যমে তাদের গোপন ফেসবুকের সদস্যদের কাছে প্রশ্নপত্র পাঠাতেন। আর এ কাজে সময় লাগত মাত্র ১০ মিনিট। এর অতিরিক্ত আরও দুটি প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ করা হতো প্রশ্নপত্র। যারা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতেন এবং যেখানে তা ছাপা হয় অর্থাৎ বিজি প্রেস থেকে টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করতেন তারা প্রশ্নপত্র। বুঝতে অসুবিধা নেই, বিপুল অংকের টাকা হাতিয়ে নেয়া এবং নিজস্ব কোচিং সেন্টারের প্রসার বাড়ানোই ছিল এসব অপকর্মের উদ্দেশ্য। গ্রেফতারকৃতদের দেয়া তথ্য থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের তিনটি পর্যায় চিহ্নিত করা হয়েছে— প্রথমটি প্রশ্নপত্র তৈরির কাজে নিয়োজিতদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা, দ্বিতীয়টি সরকারি প্রকাশনা সংস্থা বিজি প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তৃতীয়টি জেলা প্রশাসক কার্যালয় থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র নেয়ার পথে অথবা প্রশ্নপত্র ভাগ করার সময় হস্তক্ষেপ।

অর্থাৎ আমরা দেখছি, রাজধানীর কোচিং সেন্টারগুলোর কোনো কোনোটি সুনিপুণভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে আসছিল। পাবলিক পরীক্ষাগুলোর প্রায় সবক'টিতেই এ অপকর্ম চালানোর চেষ্টা হয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা সফলও হয়েছে উদ্দেশ্য সাধনে। কোচিং সেন্টারগুলোর অপরিহার্যতা সম্পর্কে অনেক আগেই প্রশ্ন উঠেছে। বস্তুত এই সেন্টারগুলো দেশের স্বাভাবিক শিক্ষাদান পদ্ধতিকে বাধাগ্রস্ত করছে না শুধু, জড়িয়ে পড়েছে নানা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে। সরকারি নীতিমালায় এমনও বলা আছে, কোনো শিক্ষক তার নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো ছাত্রছাত্রীকে কোচিং করাতে পারবেন না। প্রতিষ্ঠানপ্রধানের অনুমতি সাপেক্ষে অন্য প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীকে কোচিং করাতে পারবেন বটে, তবে এক ব্যাচে ১০ সদস্যের অতিরিক্ত কাউকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন না। দুর্বল ছাত্রদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, অতিরিক্ত শ্রেণীপাঠের মাধ্যমে তাদের মান উন্নীত করতে হবে এবং বাড়তি শ্রমের সেই ফি-ও নির্ধারণ করে দেয়া আছে। কোচিং সেন্টারগুলোর ব্যাপারে অবশ্য নীতিমালায় কিছু বলা হয়নি।

আমরা মনে করি, কোচিং সেন্টারগুলোর ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। এসব প্রতিষ্ঠান থাকতে পারবে কিনা এবং পারলে তার নীতিমালা কী হবে তা স্পষ্ট করতে হবে। সেন্টারগুলো দেশের শিক্ষা খাতে কী অবদান রাখছে, তারও একটা পরিমাপ হওয়া চাই। সবচেয়ে বড় কথা, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে যেসব কোচিং সেন্টার জড়িত ছিল, সেগুলোর বিরুদ্ধে নিতে হবে কড়া ব্যবস্থা। এক কথায়, বিষয়টির ভেতরে ঢুকতে হবে এবং কোচিং সেন্টারের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে নির্ধারণ করতে হবে পরবর্তী করণীয়।